চিটাগাং গ্রামার স্কুল
(এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

শাহনাজ পারভীন
বাংলা বিভাগ
সিজিএস এনসি

বাংলাদেশের শীতকালীন পিঠাপুলি

শীতকাল মানেই বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠা-পুলির উৎসব। আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের পিঠা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পিঠা তৈরির ঐতিহ্যও আমাদের বহু পুরনো। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি হয়। তবে শীতের পিঠার চাহিদা বেশি। শীত এলেই শুরু হয় পিঠা বানানোর আয়োজন। এই পিঠাপুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর পারিবারিক আনন্দঘন স্মৃতি।

শীতের সকালে ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাপা পিঠা খুবই সুস্বাদু। যেসব পিঠা আমাদের খুবই পরিচিত সেগুলো হলো- চিতই, দুধ চিতই, ম্যারাপিঠা, বড়া পিঠা ও পাটিসাপটা। এছাড়া দুধপুলি, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, মালপোয়া, আন্দেশা, এলোকেশী ও পাকোয়ান পিঠারও বেশ নাম রয়েছে। আমাদের দেশে নানারকম নকশিপিঠাও তৈরি হয়। এসব পিঠায় আঁকা থাকে নানা রকম নকশা। নকশি পিঠার নামগুলোও ভারি সুন্দর যেমন: কাজল লতা, শঙ্খলতা, সাজনীবাহার, বানভাসি ও মেঘডুমুর।

পিঠাপুলি কেবল খাবার নয় - এটি আমাদের সামাজিক বন্ধনেরও প্রতীক। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে মিলেমিশে পিঠা খাওয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে আন্তরিক সম্পর্ক।

নতুন প্রজন্মের হাতে হাত রেখে বাঙালি সংস্কৃতির এই ঐতিহ্য এগিয়ে যাক বহুদূর - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

রহিমা খাতুন
প্রশাসন ও শিক্ষার্থী একাডেমিক
উন্নয়ন তত্ত্বাবধায়ক
সিজিএস এন সি

মাতৃভাষা বাংলাঃ বিকাশ, বঞ্চনা ও রক্তে লেখা ইতিহাস

ভাষার উৎপত্তি নিয়ে একাধিক তত্ত্ব পাওয়া গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে, মানব বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ বা দলবদ্ধ ভাবে বসবাসের কৌশল নিয়েছিল। আর গোষ্ঠীবদ্ধ বসবাস করতে গিয়ে এর অপরিহার্য একটি চাহিদা হয়ে উঠে পারস্পরিক ভাব-বুদ্ধির সংযোগ স্থাপন ও বেঁচে থাকার নিজ নিজ সংগ্রাম-কৌশল, ভাবনার আদান-প্রদান ও বিনিময়। নিরন্তর এই ভাব-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি-উৎকন্ঠা প্রকাশের ধ্বনিগত ও ভঙ্গিমাগত মাধ্যমটিই ক্রমবিবর্তনের ধারায় ভাষার রূপ পেয়েছিল। মানুষের সেই ভাষা আজও বিকশিত হয়ে চলেছে, বিভিন্ন ধারা-উপধারায় বিবর্তিত হচ্ছে।

আমাদের বাংলা ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষাসমূহের মধ্যে একটি, যা সপ্তম শতাব্দী থেকে ইন্দো-আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা ভাষায় (যেমন আরবি, ফারসি, ইংরেজি, সংস্কৃত) প্রভাবিত হয়ে আজকের অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে আরো এক করুণ সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা তখন পূর্বপাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অংশ হয়ে আছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের ভাষার টুঁটি চেপে ধরা হয়েছিল। পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ১৯শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় ঘোষণা করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রের সকল দাপ্তরিক কার্যকলাপে প্রথমে উর্দু ও পরে উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ছিল, কোথাও বাংলা ছিল না। এভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের মাতৃভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ সীমিত করা হয়েছিল, আমাদের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। বাঙালি বীরের জাতি, অবশ্যম্ভাবীভাবে তারা প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মাতৃভাষার জন্যে প্রতিবাদ ও আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হন। আজ যে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হিসেবে বিশ্বের দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত আছে, তা এই শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে। আমাদের এই রক্তাক্ত গৌরবময় অধ্যায় বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। মাতৃভাষার জন্যে এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি পেয়েছে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" এর মর্যাদা। আমরা যেন এই ভাষার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান হই।

সকল ভাষা শহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

পলাশ বড়ুয়া
গণিত বিভাগ
সিজিএস এন সি

মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য ও ধর্মীয় গুরুত্ব:

মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি তিথি। মূলত গৌতম বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে এই দিনটি পালিত হয়। নিচে মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

মাঘী পূর্ণিমার প্রধান ঐতিহাসিক তাৎপর্য হলো বুদ্ধের আয়ুসংস্কার। বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করার পর, আশি বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণের ঠিক তিন মাস আগে এই তিথিতেই গৌতম বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় পরিনির্বাণ লাভ করবেন। একে বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'আয়ুসংস্কার' ত্যাগ বলা হয়।

এই দিনটি মূলত আত্মসংযম এবং মৈত্রীর চেতনার ওপর গুরুত্বারোপ করে। বুদ্ধের বাণী অনুযায়ী, জীবন অনিত্য এবং মৃত্যুই শেষ কথা নয়; বরং সৎ কাজ ও নির্বাণ লাভের মাধ্যমেই মুক্তি সম্ভব। মাঘী পূর্ণিমা আমাদের সেই ত্যাগের মহিমা মনে করিয়ে দেয়।

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ বিহারগুলোতে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে:
পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ: উপাসক-উপাসিকারা বিহারে গিয়ে শীল গ্রহণ করেন।
বুদ্ধ পূজা ও পিণ্ডদান: বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুদ্ধ পুজা, ফুল, মোমবাতি এবং ফলমূল উৎসর্গ করা হয়।

ধর্মসভা : বিশেষ প্রার্থনা এবং ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

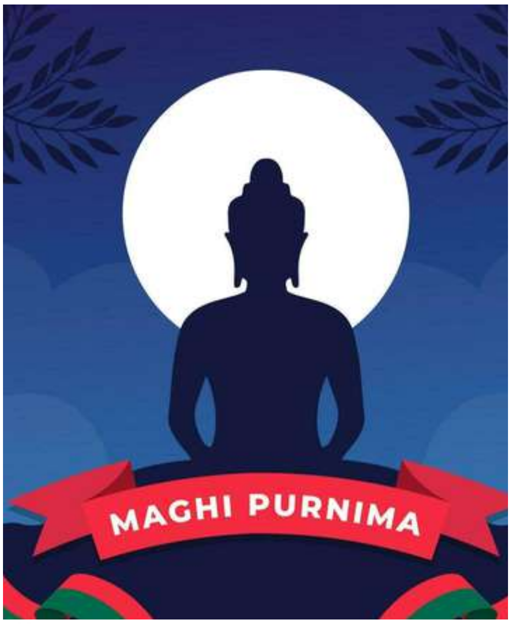

এই উৎসবটি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একে অন্যের প্রতি হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী ভাব পোষণ করাই এই তিথির মূল শিক্ষা। এটি মানুষের মনে শান্তি, ধৈর্য এবং পরোপকারের মানসিকতা জাগ্রত করে।

মাঘী পূর্ণিমা আমাদের শেখায় জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই এই স্বল্প সময়ে লোভ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করে কল্যাণের পথে চলা উচিত। বুদ্ধের প্রদর্শিত এই অহিংসা ও মৈত্রীর পথ বর্তমান বিশ্বের অশান্তি দূর করতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

মুশফিকা সুলতানা
বিজ্ঞান বিভাগ
সিজিএস এন সি

শব্দদূষণ: স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

শব্দদূষণ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত, যা মানুষের এবং পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নাল অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ শব্দের সম্মুখীন হওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৫% পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এটি ক্ষতিকারক, কারণ গবেষণায় দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে উচ্চ মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্নতার সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশে এই সমস্যা একেবারে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, যেখানে ঢাকা শহরের মতো শহরগুলোতে যানজট, নির্মাণ কাজ এবং উচ্চ শব্দের ইভেন্টগুলি নিয়মিতভাবে শব্দের স্তর ৮৫ ডিবি এর উপরে নিয়ে যায়, যা নিরাপদ সীমার অনেক বেশি। ঢাকার সবচেয়ে বেশি জনবহুল এবং যানজটপূর্ণ পরিস্থিতিতে, রাতের সময় শব্দদূষণের মাত্রা ৯০-১০০ ডিবি পর্যন্ত পৌঁছায়, যা যানবাহন এবং নির্মাণ কাজের কারণে ঘটে। চট্টগ্রামেও পরিস্থিতি তেমন আলাদা নয়, যেখানে বাণিজ্যিক এবং শিল্প এলাকা প্রধান শব্দদূষণের উৎস এবং এরা প্রায়ই নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, যা অনেক অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া, এ নতুন বছরের আতশবাজি (২০২৬) শব্দদূষণকে আরও বৃদ্ধি করেছে, যেখানে আওয়াজের বিস্ফোরণ শুধুমাত্র বসবাসরতদের নয়, শিশুদের এবং পশুদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী অনেক মানুষ অতিরিক্ত শব্দের কারণে ঘুমহীন রাতের মুখোমুখি হয়েছে। এটি প্রাকৃতিকভাবে শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ এবং ভয় সৃষ্টি করেছে, একইভাবে পোষা প্রাণী এবং পাখিরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক জানায়, শব্দদূষণের কারণে ঢাকাকে এমন একটি দেশে স্থান দেয়া হয়েছে যেখানে মানসিক রোগের সংখ্যা বাড়ছে। তবে, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন (২০০৬) পাস হওয়ার পরও ১৫ বছরেরও বেশি সময় পর, বাস্তব পরিস্থিতি জটিল, আইন থাকলেও সেগুলোর বাস্তবায়ন যথেষ্ট নয়, যার ফলে জনগণের সুরক্ষা নেই। শব্দদূষণ কমানোর জন্য আরও কঠোর নিয়ম, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণ ও শিল্পসংস্থাগুলোর কাছ থেকে আরও বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন। পাশাপাশি শান্ত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনসহ শব্দ কমানোর প্রযুক্তির দিকে উত্তরণে সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অতএব, এই সঙ্কটটির মোকাবেলা করা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

ফৌজিয়া খানম চৌধুরী
বাংলা বিভাগ
সিজিএস এন সি

বাংলা ভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস ও মাতৃভাষা হিসেবে এর গুরুত্বঃ

বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও বহুল ব্যবহৃতভাষা। দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত এই ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির সংস্কৃতি, চেতনা ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী থেকে। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে ধীরে ধীরে যে ভাষার বিকাশ ঘটে, তা নানা ধাপ অতিক্রম করে আধুনিক বাংলায় রূপ নেয়। পাল ও সেন যুগে বাংলার প্রাথমিক রূপ স্পষ্ট হতে শুরু করে। বাঙলা লিপির নিজস্ব বর্ণমালা ও সমৃদ্ধ সাহিত্য রয়েছে। চর্যাপদকে বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও মুসলিম শাসনামলের সাহিত্য বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। ঊনবিংশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদনদত্তের হাত ধরে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে।

বাংলা ভাষার ইতিহাস শুধু সাহিত্যিক অগ্রগতির ইতিহাস নয়, এটি সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাসও।১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে এক অনন্য মর্যাদায় নিয়ে যায়। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দেওয়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা বাঙালির জাতীয় চেতনার কেন্দ্রে অবস্থান করে।

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃভাষায় মানুষ সহজে ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখে। শিশুর মানসিক বিকাশ, শিক্ষার ভিত্তি ও মূল্যবোধ গঠনে মাতৃভাষার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার মাধ্যমে বাঙালি তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, লোকজ জ্ঞান ও সাহিত্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে।
বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক যোগাযোগের যুগে বাংলার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে বাংলার অবদানকে বিশ্বব্যাপী সম্মানিত করেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলা ভাষা কেবল একটি ভাষা নয়, এটি বাঙালির অস্তিত্ব, আবেগ ও পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ইতিহাস জানা, এর সঠিক চর্চা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর গুরুত্ব তুলে ধরা আমাদের সবার দায়িত্ব।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

রাহুল শীল
ক্রীড়া বিভাগ
সিজিএস এন সি

শিক্ষাজীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব

শিক্ষা মানুষের জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। তবে শিক্ষা বলতে শুধু বইয়ের পাতা আর পরীক্ষার নম্বরকে বোঝায় না। একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই বলা হয়ে আসছে—"শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না।" এই সুস্থ শরীর ও সতেজ মন গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত খেলাধুলা করলে দেহে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়, পেশি ও হাড় মজবুত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আজকের দিনে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মোবাইল, টেলিভিশন ও কম্পিউটারের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাওয়ায় শারীরিক পরিশ্রম কমে যাচ্ছে। এর ফলে স্থূলতা, চোখের সমস্যা ও মানসিক অবসাদ দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবনযাপনের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে।

খেলাধুলা শুধু শরীর গঠনের জন্যই নয়, মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখে। জয়-পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সাহস তৈরি হয়।

দলগত খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। একটি দলের সাফল্যের জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়—এই শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি বা ভলিবলের মতো খেলায় শিক্ষার্থীরা দলগত প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও খেলাধুলার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হয় এবং মানসিক চাপ কম অনুভব করে। খেলাধুলা মনকে সতেজ রাখে, ফলে শেখার আগ্রহ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। তাই বিদ্যালয়ে নিয়মিত শরীরচর্চা ক্লাস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা অত্যন্ত জরুরি। এতে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তারা পড়াশোনার পাশাপাশি আনন্দময় স্কুলজীবন উপভোগ করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, খেলাধুলা শিক্ষাজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুস্থ শরীর, সুস্থ মন এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে হলে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই আমরা গড়ে তুলতে পারব শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক প্রজন্ম।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

ফেব্রুয়ারিতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে

প্লে গ্রুপ

আরিশ ৮ই, **আলিজা** ১১ই এবং **ইসমা** ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

কেজি

আফরাজ ৪ঠা, **আওসাফুর** ৫ই, **সোহাইল** ৯ই, **ইন্দ্রজিত** ও **মানহা** ১২ই, **প্রকৃতি** ১৫ই, **অমৃতা** ও **তপস্যা** ১৯শে এবং **জোহান** ২৪শে ফেব্রুয়ারি ।

১ম শ্রেণি

জান্নাতুল ও **ইহান** ১লা, **আজরানুল** ৩রা এবং **আয়েশা** ২৮শে ফেব্রুয়ারি।

২য় শ্রেণি

মিনাল ১০ই, **জুনাইরাহ** ১১ই, **ওয়াকিয়া** ১৬ই, **আরফা** ১৭ই এবং **উমাইজা** ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

৩য় শ্রেণি

ফারিয়া ৫ই, **তারিফা** ১০ই, **অদ্রি** ১৭ই, **জান্নাতুল** ১৮ই, **শ্রাবণ্য** ২১শে, **জারিফা** ২৬শে, **রাহলিদ** ২৭শে এবং **উমায়ের** ২৯শে ফেব্রুয়ারি।

৪র্থ শ্রেণি

ইনিশা ১লা, **সাভিক** ২রা, **ঋদ্ধিতা** ৫ই, **রুহাইমা** ৬ই, **ওয়াসফিয়া** ৮ই, **ফাতিমা** ১২ই, **সৃজন** ১৮ই, **ইরিশভা** ১৯শে, **জুনায়েদ** ২০শে, **ইবরার** ২১শে, **মুনযির** ও **মাহবীর** ২৫শে এবং **লামিয়াতুল** ২৬শে ফেব্রুয়ারি।

৫ম শ্রেণি

অস্মিত ৬ই, **ফালসাবিল** ১০ই, **আরিশা** ১৪ই, **আরিহা** ২৪শে এবং **নাসিফ** ২৬শে ফেব্রুয়ারি।

৬ষ্ঠ শ্রেণি

ফারাজ ৯ই ও **ফারজিন** ১৪ই ফেব্রুয়ারি।

৭ম শ্রেণি

নামিরা ১লা, **তাসনিয়া** ২রা, **অনুজয়া** ৮ই, **ফায়াজ** ১১ই এবং **অপূর্ব** ১৩ই ফেব্রুয়ারি।

৮ম শ্রেণি

শাহবীব ১০ই ও **উযায়ের** ২০শে ফেব্রুয়ারি।

৯ম শ্রেণি

রায়দা ১৬ই ও **মুহতাসিম** ও **দেবার্ঘ** ২০শে ফেব্রুয়ারি।

১০ম শ্রেণি

তাকওয়া ৩রা, **সাফওয়ান** ও **মেহেরাজ** ১১ই, **ইউসুয়া** ১৩ই, **জারেফা** ১৬ই এবং **হুমাম** ২৭শে ফেব্রুয়ারি।

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

প্রিয় অভিভাবক,
শীতের রুক্ষতাকে বিদায় জানিয়ে প্রকৃতিকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার আগমনী বার্তা নিয়ে এসেছে ফাগুন । ১৯৫২ সালের এই ফাগুনেই ভাষার অধিকারের দাবিতে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। তাই ফাগুনের এই উৎসবে ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে বলে এই মাসটির গুরুত্ব আজ অনেক বেশি। শহিদদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রত্যেকেরই মনোযোগী হতে হবে।
আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শবেবরাত ও ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
নতুন রূপে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক শিক্ষার্থীদের জীবন । তার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল শুভকামনা।

ধন্যবাদ
পিজি-কেজি শ্রেণির শিক্ষকবৃন্দ

প্রিয় অভিভাবক,
শীতের রুক্ষতাকে পিছনে ফেলে প্রকৃতিকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার আগমনী বার্তা নিয়ে এসেছে ফাগুন ।১৯৫২ সালের এই ফাগুনেই ভাষার অধিকারের দাবিতে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। তাই ফাগুনের এই উৎসবে ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে বলে এই মাসটির গুরুত্ব আজ অনেক বেশি। শহিদদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রত্যেকেরই মনোযোগী হতে হবে।

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শবে-বরাত ও ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
নতুন শিক্ষাবছর যাতে সুস্থ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল শুভকামনা।

ধন্যবাদ,
১ম -৯ম শ্রেণির শিক্ষকবৃন্দ

প্রিয় অভিভাবক
নতুন বছরে সবাইকে স্বাগতম! প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনে দশম শ্রেণি একটি মাইলফলক বছর। এ বছরটি তাদের শিক্ষার বিকাশ, নিজেকে আবিষ্কার এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারনের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ সময়। শুধু এস.এস.সি পরীক্ষাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হবে - ধারাবাহিক পড়ার অভ্যাস, মনোযোগ ধরে রাখা এবং গঠনমূলক সমালোচনা করতে অভ্যস্ত হওয়া। আমরা আপনার সন্তানের সাফল্যের অংশীদার এবং যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আপনার সন্তানের পথ চলাকে আরো মসৃণ করতে পারে।

ধন্যবাদ
১০ম শ্রেণির শিক্ষকবৃন্দ

চিটাগাং
গ্রামার স্কুল
(এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৫

চিটাগাং গ্রামার স্কুল (এনসি)

নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভলিউম ১৭ | ইস্যু ০২

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৫